https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – III | May-June 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'মুক্তামাছ' – নির্মাণপ্রসঙ্গ

Dr. Nilanjana Bhattacharyya [1]

বস্তুসংক্ষেপ:
'নির্মাণ' মাত্রেই তা 'কনটেন্ট' ও 'ফর্মে'র সমাহার। তবে 'নির্মাণ', 'সৃষ্টি' হয়ে উঠতে পারল কিনা তা নির্ভর করে তার 'কনটেন্ট' , 'ফর্ম' ও তাদের সমাহারী জীবনসত্যের ঈপ্সিত জায়মানতায়। তাই সাহিত্যের রসতাত্ত্বিক আলোচনায় 'কনটেন্ট' এর পাশাপাশি তার 'গঠন' বা নির্মাণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনাও সমান গুরুত্ব সহকারে সম্পাদিত হয়।
শ্রী সন্তোষ করের 'দাঁড় জাল মুক্তামাছ' শীর্ষক উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ। রচনার দীর্ঘ সতেরো বছর পরে তা ছাপার হরফে প্রকাশিত হয় প্রকাশিকা শ্রীমতী শকুন্তলা খাটুয়ার দিঘল প্রকাশন থেকে ১৪০২ বঙ্গাব্দে বা ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় একই প্রকাশকের কাছ থেকে অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দের সম্পাদনায় ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। এর দুটি সংস্করণের যে বৈসাদৃশ্য তা দিয়েই আলোচ্য উপন্যাসটির নির্মাণপ্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। যদিও দুটি সংস্করণের এই তুলনা আলোচ্য উপন্যাসের বাহিরাঙ্গিক দিকটির সঙ্গে জড়িত। বাহিরাঙ্গিক এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের পরে আমাদের আলোচনা নির্মাণের অন্দরমহলে ও অন্তরমহলে প্রবিষ্ট হয়েছে। লেখকের নির্মাণ কৌশল তাঁর নির্মাণকে সৃষ্টি অভিমুখে নিয়ে যেতে পারঙ্গম হল কিনা তা – ই বক্ষ্যমান নিবন্ধের অনুসন্ধেয়।
সূচক শব্দ : *কনটেন্ট, ফর্ম, আখ্যানবৃত্ত, নির্মাণ, সৃষ্টি*

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref) Prefix: 10.63431
AIJITR - Volume- 3, Issue-III, May-June 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

'নির্মাণ' মাত্রেই তা 'কনটেন্ট' ও 'ফর্মে'র সমাহার। তবে 'নির্মাণ', 'সৃষ্টি' হয়ে উঠতে পারল কিনা তা নির্ভর করে তার 'কনটেন্ট' , 'ফর্ম' ও তাদের সমাহারী জীবনসত্যের ঈপ্সিত জায়মানতায়। তাই সাহিত্যের রসতাত্ত্বিক আলোচনায় 'কনটেন্ট' এর পাশাপাশি তার 'গঠন' বা নির্মাণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনাও সমান গুরুত্ব সহকারে সম্পাদিত হয়।

শ্রী সন্তোষ করের 'দাঁড় জাল মুক্তামাছ' শীর্ষক উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ। রচনার দীর্ঘ সতেরো বছর পরে তা ছাপার হরফে প্রকাশিত হয় প্রকাশিকা শ্রীমতী শকুন্তলা খাটুয়ার দিঘল প্রকাশন থেকে ১৪০২ বঙ্গাব্দে বা ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় একই প্রকাশকের কাছ থেকে অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দের সম্পাদনায় ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। এর দুটি সংস্করণের যে বৈসাদৃশ্য তা দিয়েই আলোচ্য উপন্যাসটির নির্মাণপ্রসঙ্গের অবতারণা করছি। যদিও দুটি সংস্করণের এই তুলনা আলোচ্য উপন্যাসের বাহিরাঙ্গিক দিকটির সঙ্গে জড়িত। বাহিরাঙ্গিক এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের পরে আমাদের আলোচনা নির্মাণের অন্দরমহলে ও অন্তরমহলে প্রবিষ্ট হবে।

'দাঁড় জাল মুক্তামাছ' এই নামটি শ্রী সন্তোষ করের আলোচ্য উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশনার নাম ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে বইটির নামকরণ হয় 'মুক্তামাছ' রূপে।

'দাঁড় জাল মুক্তামাছ' উপন্যাসটির বিষয় দুটি,- এক. দিঘা উপকূলবর্তী বেড়াখানা নামক অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রাম। দুই. উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুবলের সেই জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আর সেই জয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে 'মুক্তামাছ'; আহ্লাদি ঠাকুমার কাছ থেকে শোনা 'মুক্তামাছে'র মিথ। বালক বয়সে সুবল তার ঠাকুমার মুখে আরও অনেক গল্পকথা ও পুরাণের সঙ্গে শুনেছিল 'মুক্তামাছ' এর কথাও। স্বাতী নক্ষত্র থেকে বৃষ্টি পড়ে। সে বৃষ্টি সাধারণ বৃষ্টির মত নয়। মেঘ থেকে নয়, নির্মল জ্যোৎস্না রাতে সেই বৃষ্টিপাত হয়। রামধনুর গুঁড়োর মত তার সূক্ষ্মকণা। সেই বৃষ্টি অমৃতযোগে। তাতে ফুলের কুঁড়িতে মধু জমে, ঘাসের উপরে জমা হয় শিশির। এই বৃষ্টি সাপের উপরে পড়লে তার মাথায় মণির জন্ম হয়। হরিণের উপরে পড়লে হয় মৃগনাভি কস্তুরী, গরুর উপরে পড়লে হয় গোরোচনা, বাঁশ গাছের মাথায় পড়লে হয় বংশলোচন। মানুষের মাথায় পড়লে সে হয় রাজা। আর মাছে পড়লে সে হয় 'মুক্তামাছ'। 'মুক্তামাছ' যে পায় রাতারাতি তার ভাগ্য ফিরে যায়। অর্থ, সুখ,স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি তার জীবনে অক্ষয় হয়। জীবনের কোনো কামনা তার আর অপূর্ণ থাকে না। সুবল তথা বেড়াখানা ধীবর পল্লীর মানুষের সমস্ত অপূর্ণ স্বপ্নের পূর্ণতার সম্ভাবনা জাগিয়ে রাখে এই 'মুক্তামাছে'র মিথ।

আলোচ্য উপন্যাসটির প্রথম নামকরণ,- 'দাঁড় জাল মুক্তামাছ' এ উপন্যাসের দুটি বর্ণিতব্য explicitly বা স্পষ্টত অভিব্যক্ত হয়েছে। আর দ্বিতীয় সংস্করণে ' মুক্তামাছ' নামকরণে তা ব্যঞ্জনায় ইঙ্গিতিত হয়েছে। সুবল তথা ধীবর সম্প্রদায়ের সকল মানুষের সংগ্রাম ও উদ্বর্তনের আকাঙ্ক্ষা এই নামের ব্যঞ্জনায় বিধৃত হয়েছে। তাই দ্বিতীয় নামকরণটি ব্যঞ্জনার উৎকর্ষে অধিকতর শিল্পিত বলে মনে করা যায়।

এছাড়াও পরিবর্তন রয়েছে কাহিনী উপস্থাপনা রীতিতেও। প্রথম সংস্করণে কাহিনী টানা বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় সংস্করণে আখ্যান অংশকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন শিরোনামেও চিহ্নিত করা হয়েছে আখ্যানের পরিচ্ছেদগুলির মূল ভাবনা

1. **Associate Professor, Dept. of Bengali, Narajole Raj College, Paschim Medinipur, West Bengal, India.**
DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.III.2026.14-18
AIJITR, Volume 3, Issue –III, May - June, 2026, PP.14-18
Received on 11th May, 2026 & Accepted on 21st May, 2026,
Published: 17th June, 2026

Volume – 3 | Issue – III | May-June 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অনুসারে। মূল কাহিনীর পরিবর্তন ঘটানো হয়নি তবে পরিচ্ছেদ বিন্যাসে রদবদল ঘটেছে। মূল উপন্যাসের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যান বিন্যাসের একটি তুলনা করা যেতে পারে ,-

মূল সংস্করণে পরিচ্ছেদ বিভাজন কোনো শব্দ বা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয় নি। উপস্থাপিত দুটি অংশের মধ্যে দীর্ঘতর 'space' চিহ্নের ব্যবধান দ্বারা পরিচ্ছেদ নির্দেশ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এই 'space' অনুসরণ করে কিন্তু পরিচ্ছেদ ও তার নাম চিহ্নিত করা হয় নি। নিচে এই বিষয়ক একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল,-

মূল সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রথম পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – মা মেনকার....। সমাপ্তি বাক্য – ঘড়িকে আঁধার দেখত দু – চক্ষে।	প্রথম পরিচ্ছেদ: শীর্ষনাম – সুবল: সারানি থেকে সাবাড় জাল সূচনা বাক্য – মা মেনকার.... সমাপ্তি বাক্য – (ঘড়িকে আঁধার দেখত দু – চক্ষে।) এর পরে আরও এক অনুচ্ছেদ পর্যন্ত – নৃপতি শুধু রহস্য করে....।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – সত্যি কি সুবলের ....। সমাপ্তি বাক্য – ভুঁই লাগ কি আবার?	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিরঞ্জন কথা: জেলেনিদের জীবন সূচনা বাক্য – নিরঞ্জন তরণী দলুই এর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। সমাপ্তি বাক্য – ভুঁই লাগ কি আবার? এর পরে আরো সতেরোটি অনুচ্ছেদ এর পর – কুৎসা রটনার জন্য .....।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – বেড়াখানার এই জেলেপাড়ায়..... সমাপ্তি বাক্য -পড়ি থাউ.... ।	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সিদ্ধেশ্বরী বোট: জ্যান্ত দেবতা সূচনা বাক্য – সুবলের বাপ .... সমাপ্তি বাক্য – সুবলের চোখের সামনে....
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – সুবলের ওপর এই.... সমাপ্তি বাক্য - সুবলের চোখের সামনে....	চতুর্থ পরিচ্ছেদ: স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি: অমৃত সৃষ্টি সূচনা বাক্য – সূর্যের উদয় – অস্তের সঙ্গে... সমাপ্তি বাক্য – সুবলের দিকে তাকাল।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – সূর্যের উদয় – অস্তের সঙ্গে... সমাপ্তি বাক্য – নৈশব্দ ভেঙ্গে.....	পঞ্চম পরিচ্ছেদ: জেলের সরস্বতী জলে : জেলের লক্ষ্মী জালে সূচনা বাক্য – সিদ্ধেশ্বরী বোটের বড় মাঝি... সমাপ্তি বাক্য – সুবলের কাছে এখন তাহলে....
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – বোটে বসে সুবলের..... সমাপ্তি বাক্য – সুবলের কাছে এখন তাহলে....	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: আহ্লাদি ঠাকুমার গল্প সূচনা বাক্য – কেতুর জন্য মুক্তামাছ..... সমাপ্তি বাক্য – দলুই বাড়ির দিকে....
সপ্তম পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – কেতুর জন্য মুক্তামাছ..... সমাপ্তি বাক্য – দলুই বাড়ির দিকে....	সপ্তম পরিচ্ছেদ: এক হাতে দাঁড়, অন্য হাতে জাল সূচনা বাক্য – সুবল এখন বড় ..... সমাপ্তি বাক্য – সে খুব ভালো, তাকে গালি....
অষ্টম পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – সুবল এখন বড় .... সমাপ্তি বাক্য – তরণী দলুই র সদরের...	অষ্টম পরিচ্ছেদ: চন্দন ও রানির উপকথা সূচনা বাক্য – সোনার ছেলে চন্দন... সমাপ্তি বাক্য – সেই মুখ না দেখা....
নবম পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – আঁধারের কালো জমি... সমাপ্তি বাক্য – অমনি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে....	নবম পরিচ্ছেদ: দূরের আলোয় কেতু বউ সূচনা বাক্য – বিস্তর বর্ষে গেছে.... সমাপ্তি বাক্য – সুবল তাকিয়ে রইল....
দশম পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – পরদিন জাল থেকে... সমাপ্তি বাক্য – সদরের দাওয়ায়...	দশম পরিচ্ছেদ: লখা পালের লাখ টাকা সূচনা বাক্য – আজ বিজয়া.... সমাপ্তি বাক্য – সুবল গেলেই আগে...
একাদশ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – বিবিক্ত সেই বিশ্বাসী কথাটা... সমাপ্তি বাক্য – চোখ না দেখা সেই অন্ধকারেও।	একাদশ পরিচ্ছেদ: জেলেপাড়ার আজন্ম বিধি সূচনা বাক্য – মা মঙ্গলার..... সমাপ্তি বাক্য – এমন মিনমিনে জোস্নায়...

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – III | May-June 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – বিস্তর বর্ষে শ্রাবণ এবং ভাদ্র সমাপ্তি বাক্য – সুবল তাকিয়ে রইল…	দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: সমুদ্রে মাছমারি উৎসব সূচনা বাক্য – অপয়া সুবলই দেখল… সমাপ্তি বাক্য – অমনি আগুন ধরে গেল….
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – আজ বিজয়া…. সমাপ্তি বাক্য – তারপর ফুঁ দেবে শাঁখে…	ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: মীনের টাকা হীন সূচনা বাক্য – আজ পূর্ণিমা…. সমাপ্তি বাক্য – কখন যে ঈশান কোণে…
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – মা মঙ্গলার থানে…. সমাপ্তি বাক্য – তা শুনে মিহি হাসল..	-----
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – পাড়ায় ঢুকেই… সমাপ্তি বাক্য – হঠাৎ সুবলের মনে পড়ে গেল..	-------
ষোড়শ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – অপয়া সুবলই দেখল… সমাপ্তি বাক্য – কিন্তু ফেরার সময়….	------
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – লঞ্চ তিনটা চলে গেল… সমাপ্তি বাক্য – অমনি আগুন ধরে গেল…	------
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ: সূচনা বাক্য – আজ পূর্ণিমা…. সমাপ্তি বাক্য – কখন যে ঈশান কোণে…	-------

মূল উপন্যাসে আখ্যানটিকে ছোট ছোট আঠারোটি অংশে কেবলমাত্র দীর্ঘতর 'space' চিহ্ন সহযোগে বিভক্ত করা ছিল। সেই বিভাজনের মধ্যে সকল সময় অর্থসঙ্গতিও লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে এই অধ্যায় বিভাজন অধ্যায়ের উপজীব্য অনুসারে করা হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলির শীর্ষনামেও তার প্রতিফলন ঘটেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের নির্মাণের অভ্যন্তরীণ দিকগুলির কথা এবার আলোচনা করা যেতে পারে।

এই সূত্রে প্রথমেই আমরা উপন্যাসের প্লট বা আখ্যানবৃত্ত নির্মাণের কথা বলব। এই উপন্যাসের প্লটের গঠনটি সরল প্রকৃতির। সুবলকে কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে রেখে তাকে ঘিরেই কাহিনীর জাল বয়ন করা হয়েছে। বেড়াখানা জেলেপাড়ার নৈমিত্তিক জীবনচিত্রই এর মূল অবলম্বন। অবশ্য এই উপন্যাসে লখা পালের ছেলে চন্দন ও ধীরেন মাঝির বোন রানিকে ঘিরে একটি উপকাহিনীর আকার গড়ে তোলা হয়েছে এবং তা মূল কাহিনীতে অবজ্ঞাত জেলে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিতও করেছে। তবু মূল কাহিনীর পরিণতিতে গুণগত কোনো পরিবর্তন এর দ্বারা সাধিত হয় নি। কেন্দ্রীয় চরিত্র সুবলের জীবনের সঙ্গেও এই উপকাহিনীর দৃঢ় কোনো সংযোগ সাধিত হয় নি। উপন্যাসের আর পাঁচটা ঘটনার মতই সে ঘটনা। তবে তরণী দলুই – কেতু বউ – লখা পাল এদের নিয়ে যে উপকাহিনীর বিস্তার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুবলের জীবনে তার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এদের নিয়ে একটা জটিল প্লট নির্মাণের অবকাশ ঔপন্যাসিকের ছিল কিন্তু নির্মিতির সেই জটিলতায় তিনি যান নি।

এই উপন্যাসে সুবল কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও সে যেন এই বেড়াখানা জেলে পাড়ারই প্রতীক। ভীরু, অবহেলিত অথচ স্বপ্নাতুর একটি মানুষ। 'মুক্তামাছ' একটি আঞ্চলিক উপন্যাস বলেই আঞ্চলিক জীবনের টানেই বাকি ঘটনা ও চরিত্রগুলি এসেছে। সুবলের সূত্র ধরেই বেড়াখানা জেলেপাড়ার অতীত থেকে বর্তমান, তার জন্মবৃত্তান্ত থেকে সাম্প্রতিক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্র সুবল চরিত্রটির সঙ্গে সমান্তর অথবা কৌণিক অবস্থানে থেকে প্লটের মূল কাঠামোটিকে সুসংগঠিত করেছে।

এই উপন্যাসে লেখক বেড়াখানা জেলেপাড়া ও সুবলকে পাশাপাশি রেখেই কাহিনীর পরিণতির দিকে এগিয়েছেন। সুবল চরিত্রের পরিণতি ও জেলেপাড়ার পরিণতি উপন্যাসে একই সঙ্গে প্রায় সংঘটিত হয়েছে। মা মঙ্গলার জঙ্গল সাফ, জেলেপাড়ায় ফিশারি স্থাপনের পরিকল্পনা,পানীয় জলের নতুন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, জেলে পাড়ায় ইলেকট্রিক আলোর আগমন সম্ভাবনা , লখা পালের বিরুদ্ধে জেলেসমাজের রুখে দাঁড়ান, চন্দন ও রানির বিবাহ,- প্রভৃতি ঘটনা জেলেপাড়ায় এক নতুন সময়ের সম্ভাবনাকে বহন করে আনছে। কিন্তু তা স্থায়ী হবে কিনা তা এখনো অজানা। আবার মদনভঞ্জন পূর্ণিমার দিনে বহু বছরের সংস্কার ভেঙ্গে সুবলের দাঁড় এবং জাল হাতে তুলে নেওয়া, মুক্তামাছের সন্ধানে তার একাকী অভিযাত্রায় বার হওয়া – তার অপয়া , অবজ্ঞাত জীবনে কোনো নতুন সম্ভাবনা আনছে কিনা তাও এখানে অজানা। প্লটে ঘটনাগত ঐক্য এইভাবে সাধিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের কাহিনীর সময়কাল এক আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী তিথি থেকে পরবর্তী চৈত্র – আষাঢ়ের মদনভঞ্জন পূর্ণিমার দিনে শেষ

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – III | May-June 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ছয় – সাত মাস সময়কালকে ঘিরে এই কাহিনীর বিস্তার। এই সময়পর্বের মধ্যে ঘটনা পরম্পরা একই কালে আবদ্ধ থাকে নি। বর্তমান কাল থেকে কাহিনী আরম্ভ হয়ে সুবলের চিন্তাসূত্র ধরে ফিরে গেছে অতীতে। শেষ অংশে আবার তা বর্তমান কালে ফিরে আসে। উপন্যাসের স্থান মূলত বেড়াখানা জেলেপাড়া। সুবলের সূত্র ধরে বা সুবলের বাবা হারাধন মাঝির সূত্র ধরে কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে চাঁদপুর, বৈকুণ্ঠপুর, কাকদ্বীপ পর্যন্ত। কিন্তু মূল কাহিনীর স্থান পটভূমি বেড়াখানাতেই রয়ে গেছে।

ঘটনায় নাটকীয়তা বজায় থেকেছে কাহিনীর পঞ্চসন্ধির নির্মাণে,- exposition এ আছে বিজয়া দশমীর তিথিতে জেলেদের নৌকাযাত্রার প্রস্তুতি; rising action ধীবর জীবনের দীর্ঘ বর্ণনায় বিধৃত; climax এর প্রথমে কেতু বউয়ের প্রতি সুবলের শরীরী আকর্ষণের অভিব্যক্তি ও কেতু বউ এর দ্বারা তার প্রত্যাখ্যান এবং পরবর্তীতে সেই ঘটনার জেরে সমাজের দ্বারা সুবলের লাঞ্ছনা ও লখা পালের কাছে তার প্রতারিত হওয়া, falling action এ আছে কেতু বউয়ের অনুশোচনা ও জেলেপাড়ার আনন্দোচ্ছল প্রেক্ষিত; catastrophe তে আছে মানুষের ব্যথাতুর জীবনের কল্পিত বিশল্যকরণী 'মুক্তামাছে'র সন্ধানে সুবলের নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আঞ্চলিক উপন্যাস বলে অঞ্চলের local colour বা স্থানিক বর্ণালীও রক্ষিত হয়েছে কাহিনীতে। কাহিনীর ধীবর জীবন বর্ণনায়, লোকায়ত চেতনায় এবং স্থানিক ভাষার ব্যবহারে।

উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ধীবর জীবনের এক নিপুণ চিত্র এখানে পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। জেলেদের প্রাত্যহিক জীবন, জেলেপাড়ার সমাজ জীবনের চড়াই – উৎরাই, তাদের মাছমারা উৎসবের বর্ণনা ঔপন্যাসিক অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না লেখক এই ধীবরপল্লীর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে যুক্ত না থাকলেও তাঁর empathy উপন্যাসের প্রতিটি শব্দের মধ্যেই পর্যাপ্ত রূপে মিশে আছে।

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে,-

ক. **জেলেপাড়ার মার্জিনালিটির বর্ণনা** - এখান থেকে মাত্র তিন – চার মাইল দূরের ভদ্র জামা – কাপড় পরা মানুষগুলোর শৌখিন সুখ – দুঃখের কোনটই এখানে এসে পৌঁছয় না। এতোবড় একটা পুজো যে চলে গেল তার খবর এই বেড়াখানা মৌজার ক'জনই বা রাখে? না রাখতে চায়? (পৃ.২৫)

খ. **জেলেপাড়ার অভাব - অনটনের বর্ণনা** - সুবল সেদিন চালের সন্ধানেই বেরিয়েছিল। শ্রাবণের সেই ভুখ – ধোঁকা দিনগুলোয়। সময়টা মরা কোটাল যাচ্ছিল। জালে মাছ ওঠেনি। ভাতও জোটেনি তাই। বিল – আড়ি থেকে কিছু গিরে শাক তুলে এনে দুপুরে সেদ্ধ করেছিল ফুলি। কুমড়োকুচি আর খানিকটা খুদ মিশিয়ে। সেই খেয়ে পেটের জ্বালা জুড়িয়েছে। সুবল এবং তার বউ। মনকে প্রবোধ দিয়েছে। কিন্তু বাচ্চাগুলো? ওরা তো অতশত বোঝে না। ওরা জানে পেটপুরে খেতে। না পেলে কান্না জুড়তে। (পৃ. ৩৩)

গ. **মাছমারি উৎসবের বর্ণনা** - শুরু হল মাছমারি উৎসব। আশি হাত খাড়াই জালের রশি ছেড়ে দিল জেলেরা। চারখানা নৌকা রইল জাল নিয়ে পেছনে। দু – খানা নৌকা সামনে এগিয়ে গেল লগি পিটতে পিটতে। বিরাট মাছের ঝাঁক থেকে লগি পিটে আলগা করে আনা হল ছোট্ট একটা টুকরো। যার বেড় বড় জোর একটা খেই জালের মতন হবে। বড়জোর পনেরো কুড়ি হাত। (পৃ. ১৭৮)

জেলেপাড়ার জীবনে যে লোকায়ত চেতনা তাকেও ঔপন্যাসিক উপন্যাসের পাতায় পরম মমতায় স্থান দিয়েছেন।

ক. সেই থেকে মা মঙ্গলা এখানকার নতুন বাসিন্দা। দুঃস্থ জেলেদের সুখে দুঃখে ভয়ে আতুরে পাশে এসে দাঁড়ান। তাই প্রত্যেক অমাবস্যা – পূর্ণিমায়, শনিবার মঙ্গলবারে পুজো পান তিনি। (পৃ. ৩১)

খ. আজ পূর্ণিমা। মদনভঞ্জন পূর্ণিমা। বিজয়ার পুণ্য লগ্নে যে কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল একদিন, আজ তার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা। আজ মহাকাল দেবের পূজা। তিন দিন- তিন – রাত্রি জাল ছোঁবে না জেলেরা। মাছ ধরবে না। মাছ খাবে না। (পৃ. ১৮২)

স্থানিক ভাষার ব্যবহারেও অঞ্চলজীবনের বাস্তবসম্মত উপস্থাপনা সম্ভবপর হয়েছে।

উদাহরণ :

ক. হেঁ – হেঁ – শাস্ত্রে **কইচে** না, মীনের টাকা হীন। জালের টাকায় বড়লোক **হিচে** কে আবার? সহ্য **হিলে** হয়। (পৃ. ১৮৩)

খ. **উটা** তো বাসুকি রাজার পাশে রয় মাটির ভেতর। (পৃ. ৭৪)

গ. **ভুঁই ফাটি** যায় **তখুন, উটা যখুন উঠে।** (পৃ. ৭৪)

ঘ. **ভালা, লিরবুদ্ধিয়াটাকে চালেই লিবু বউ। দেখবু, শুনবু।** (পৃ. ৭৫)

ঙ. **কাঁই থাইলু এতেক্ষণ**? (পৃ. ৫০)

উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত উপন্যাসের কথনরীতি। উপন্যাসটি বর্ণিত হয়েছে ঔপনাসিকের 'সর্বজ্ঞের দৃষ্টি' থেকে। ঔপন্যাসিকই এই আখ্যানের 'ন্যারেটর' বা কথক। উপন্যাসের ঘটনাক্রম এগিয়েছে বর্ণনা ও সংলাপ উভয় পদ্ধতিতেই।

উদা:

ক. **সর্বজ্ঞের দৃষ্টিতে কথন** - সুবল এখন তার অনেক দিনের তুলে রাখা গরান কাঠের বড় দাঁড়টাকে পরখ করছে। চালা থেকে পেড়ে আদুরে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়ছে, নেড়ে চেড়ে দেখছে। সামনে মাছের মরশুম। ওই দাঁড়টাই তো তার সব। (, পৃ. ২৫)

খ. **সংলাপ পদ্ধতির প্রয়োগ**-

এ্যয় সুবল। কেতে বড় মাছ দেখচু ক? এক হাত – দু – হাত লম্বা –

হুঁ, দেখচি

তিন হাত সাড়ে তিন হাত-

না।

কি দেখচু তু তাইলে? (পৃ. ১০৫)

গ. **কাকদ্বীপ বাজারের বর্ণনা** - বড় রাস্তার ওপর চট পাতিয়ে হরেক রকম জিনিস পত্তর সাজিয়ে রেখেছে ফেরিওলা। বাঘের কি রাক্ষসের মুখোশ থেকে শুরু করে দাড়ি কামানোর প্লাসটিকের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত। সবগুলোর দাম ছয় আনা। (পৃ. ৯৫)

প্লটের পরেই নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল চরিত্র। এই উপন্যাসে প্রধান – অপ্রধান মিলে প্রায় ত্রিশের অধিক চরিত্র আছে। চরিত্রগুলি হল,- সুবল, হারাধন মাঝি, আহ্লাদি ঠাকুমা, ফুলি, ভোলা, নগেন মাঝি, বুধবারী, তরণী দলুই, কেতু, নিরঞ্জন, ব্রজেন্দ্র বেরা, মেনকা, ধীরেন

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – III | May-June 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

মাঝি , বড় বউ, রানি, নৃপতি খালুয়া, রাধা, সরমা জেলেনি, গোপালমামা, বাদলিদি, টিয়া, লখা পাল, চন্দন, সাবিত্রীপুরের ছোটবাবু, সিদ্ধেশ্বরী বোটের মালিক বড়বাবু, বিরু মঙ্গল, মনোহর মঙ্গল, দামোদর মঙ্গল, বন দলুই, গজপতি পণ্ডা, রঘুপতি পণ্ডা প্রমুখ। চরিত্রগুলি মূলত simple character রূপেই এখানে উপস্থাপিত। চরিত্রগুলিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা বহির্দ্বন্দ্বেরই প্রাধান্য । মানসিক দ্বন্দ্ব – জটিলতা চরিত্রগুলির মধ্যে খুব নিবিড়ভাবে উপস্থাপিত হয় নি। চরিত্রগুলি মূলত সুবল চরিত্রটিকে কেন্দ্রে রেখে তাকে ঘিরেই সজ্জিত ও আবর্তিত হয়েছে। তারই মধ্যে কিছু চরিত্র আছে সুবল চরিত্রের সঙ্গে সমান্তর অবস্থানে, যেমন,- হারাধন, আহ্লাদি, ফুলি, ধীরেন মাঝি ও তার বউ প্রমুখ। আবার কিছু চরিত্র আছে কৌণিক অবস্থানে যেমন,- তরণী দলুই, লখা পাল প্রমুখ। কেতু বউয়ের অবস্থান কখনো সমান্তর কখনো কৌণিক। একটি মানসিক টানাপোড়েন চরিত্রটিতে লক্ষ্য করা যায়। তবে ঔপন্যাসিক সেই টানাপোড়েনকে আলোচ্য উপন্যাসে ততখানি গুরুত্ব দেন নি। ধীবর জীবনের বর্ণনাতেই তিনি সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছেন। একই কারণে সুবল চরিত্রটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও তা complex character রূপে নির্মিত হয় নি। তার জীবনে মহত্তর উত্থান বা পতন কোনোটাই ঔপন্যাসিক প্রকট করে তোলেন নি। বরং তীব্র বিস্ফোরণের পরিবর্তে প্রতি দিন প্রতি পলে যে জীবন 'যক্ষ্মারোগীর মত ধুঁকে মরে' সে যেন সেই জীবনেরই প্রতিনিধি। প্রাণধারণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও নিরন্তর ব্যর্থতায় যে জীবনগুলি আপাত অর্থহীন হয়ে বয়ে চলে কালস্রোতে সে যেন তাদেরই একজন। এই অ- নায়কোচিত স্বভাবেই সুবল জেলেপাড়ার অব্যর্থ নায়ক হয়ে ওঠে। কেননা তার আপাত ব্যর্থজীবনে মনের কোণে সে কোনো অননুদিত সূর্যোদয়ের স্বপ্নও তো দেখে। তারই প্রতীক 'মুক্তামাছ'। সেই মুক্তামাছের অভিসারে সুবলের একাকী বার হয়ে যাওয়াই তাকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা দেয় নায়কের পদমর্যাদায়।

উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় ও জীবনদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। উপন্যাসের জন্মলগ্নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়। ঔপন্যাসিক শ্রী সন্তোষ কর তাঁর দেখা জীবনকেই সাহিত্যের পাতায় অমরত্ব দিতে চেয়েছেন। ঔপন্যাসিকের বয়ানে তারই সাক্ষ্য মেলে,- ' চরিত্রগুলো প্রজন্মপারের। বাইর দুনিয়ায় কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে এক চিলতে বালিরচর সম্বল করে যারা, মোহানার জোয়ার – ভাঁটি আঁকড়ে বাঁচতে শেখে, আচরণে তারা স্বভাবতই রুক্ষ, কথাবার্তায় কর্কশ। অথচ তারাই আবার বহিরাগত 'ভদ্দর' মানুষের সামনে যথেষ্ট বিনীত এবং ভীত। কুসংস্কার ও হীনমন্যতা তাদের প্রতি পুঙ্খে। রক্তের গভীরে উৎকর্ষ কি নেই কিছু তবে? সমগ্রের আড়ালে অতি সতর্ক ক্ষুদ্র কোনো ভগ্নাংশ – যা আগামী দিনের কাছে সুসংবাদ হতে পারে। লিখতে বসে এরই উত্তর খুঁজেছি'। (লেখকের কথা, দাঁড় জাল মুক্তামাছ, প্রথম সংস্করণ) যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতি ঔপন্যাসিকের পাথেয় এই উপন্যাসে শ্রী কর তাকেই সম্বল করেছেন। তাই তাঁর রচনায় বর্ণিতব্য বিষয়গুলি নিতান্ত সত্য রূপেই ধরা পড়েছে।

কিন্তু ঔপন্যাসিকের আহৃত তথ্যনিচয় বৃহত্তর জীবনসত্যের স্বর্ণদুয়ারে পাঠককে পৌঁছে দিতে পারল কিনা তার উপরেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে স্রষ্টার সিদ্ধি। আলোচ্য উপন্যাসে 'মুক্তামাছ' জীবনের সেই নিহিত সত্যের দিক নির্দেশক। সাধারণ মানুষ প্রতিটি ক্ষণে নিজেদের জীবনে যে মিরাক্যালের প্রত্যাশা করে, যে প্রত্যাশাই তার ব্যথাহত জীবনের একমাত্র উপশম, আলোচ্য উপন্যাস বেড়াখানার ধীবর পল্লী পেরিয়ে উপসংহারে সেই বৃহৎ জীবনের সমীপবর্তী করে পাঠককে। সুবল মাঝি তার শেষ যাত্রায় তার বেড়াখানার ধীবর পল্লীর স্থানিক পরিচয়কে মুছে দিয়ে এক শাশ্বত মানবের প্রতীক হয়ে ওঠে। লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, গ্লানির ঊর্ধ্বে স্বাতী নক্ষত্রের মুক্তাজায়ী যে বৃষ্টির জন্য চাতক পাখির মতই প্রতিটি মানুষ নীরবে এবং একাকী এই জীবন পরিক্রমায় ব্যাপৃত থাকে,- 'মুক্তামাছ' হয়ে ওঠে তার প্রতীক। এই বিন্দুতে উপনীত হয়ে আলোচ্য উপন্যাস হয়ে ওঠে একটি 'সৎসাহিত্য' ও তার স্রষ্টাও স্পর্শ করেন সফল সাহিত্য রচনার কাঙ্ক্ষিত শিখর। 'নির্মাণ' হয়ে ওঠে 'সৃষ্টি'।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দাঁড়- জাল মুক্তামাছ , সন্তোষ কর, দিঘল প্রকাশন, কাঁথি, মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ, শুভ মহালয়া ১৪০২
২. মুক্তামাছ , সন্তোষ কর, দিঘলপত্র, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, ISBN: 978-81-87687-70-2,(সম্পাদনা: ড. সুরঞ্জন মিদ্দে) , দ্বিতীয় সংস্করণ, ২১ এপ্রিল ২০১৮

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431